■ **দায়িত্বে** কোচবিহারে পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন রেজিস্ট্রার মাধবচন্দ্র অধিকারী

২৯৭ গ্রাম হেরোইন সমেত মুর্শিদাবাদের লালগোলায় গ্রেপ্তার এক যুবক

এই রাজ্য

■ **কোটিপতি** দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনের এক দিনমজুর লটারিতে জিতলেন এক কোটি টাকা

কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার পাঁচটি থানাকে ফ্রিজ়ার দিল নদিয়া জেলা পরিষদ

ত্রাণ শিবিরে পরিবেশনে মমতা, আপ্লুত বানভাসিরা

বর্ষা-শেষে কিছু কাজ হবে, জলে নেমে বললেন মমতা

দিব্যেন্দু সরকার ■ আরামবাগ ও সমীর মণ্ডল ■ ঘাটাল

তীব্র গরমে তখন হাঁসফাঁস অবস্থা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে দীর্ঘ অপেক্ষায় ছিলেন দুর্গতরা। হুগলির আরামবাগে মায়াপুরের ত্রাণ শিবিরে মুখ্যমন্ত্রীকে খাবার পরিবেশন করতে দেখে অবাক হলেন তাঁরাই।

মঙ্গলবার দুপুর ১টা ৫। হঠাৎ হুটারের শব্দ। রাস্তার দু'ধারে কাতারে কাতারে মানুষ। তার মধ্যেই ঢুকল মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়। গাড়ি থেকে নেমে মুখ্যমন্ত্রী সোজা হাজির ত্রাণ শিবিরে। জলমগ্ন এলাকার বাসিন্দারা আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছেন? কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো?' তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাসও দিলেন। সেখানেই একদিকে দুর্গত মানুষরা খেতে বসেছিলেন। দেখে মুখ্যমন্ত্রী এগিয়ে গেলেন। গৃহকর্ত্রীর মতো শাড়ির আঁচল কোমরে বেঁধে হাতা নিয়ে কয়েক জনকে পরিবেশনও করলেন। মেন্যু — ভাত, ডিমের ঝোল আর পোস্ত। যাঁদের পরিবেশন করলেন মুখ্যমন্ত্রী, সেই মঙ্গল মালিক, অশোক হাজারিরা বললেন, 'টিভিতেই দেখি। তিনিই নিজের হাতে খাওয়ালেন। মুখ্যমন্ত্রীকে এত কাছ থেকে দেখতে পাব, এটা কোনও দিন ভাবিনি।'

আরামবাগ থেকে কামারপুকুর হয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে জমা জলে নেমে মাইক হাতে তিনি আশ্বাস দেন, এই বর্ষার পরে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের বেশ কিছু কাজ শেষ হবে। বলেন, 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করার কথা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের। কিছু করেনি। রাজ্য নিজের উদ্যোগে দেড় হাজার কোটি টাকার মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছে। এ বারের বাজেটে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দও হয়েছে। সেই টাকা থেকেই কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।' জানিয়েছেন, দাসপুর-২ ও ঘাটাল পুরসভা এলাকায় স্লুইস গেট নির্মাণের কাজ ৯০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। ৬০ কোটি টাকায় ঘাটাল পুর-এলাকায় দু'টি পাম্প হাউস নির্মাণ হবে। এ ছাড়াও পলাশপাই খালের ১৯ কিলোমিটার সংস্কারের কাজ, ওল্ড কাঁসাই-সহ একাধিক নদীতে ২৫ কিমি ড্রেজিংয়ের অর্ডার দেওয়া শেষ হয়েছে। শিলাবতী নদীর ৩.৫ কিমি এলাকায় গার্ডওয়াল নির্মাণে জমি যাতে কম লাগে তার চেষ্টা হচ্ছে। মমতা বলেন, 'আমরা চাই, ২০২৫-এর নভেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করতে।' জানান, জেলা-ব্লক স্তরে মাস্টার প্ল্যানের তদারকিতে কমিটি গঠিত হয়েছে।

বন্যা পরিস্থিতির জন্য সরাসরি ডিভিসি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করেন মুখ্যমন্ত্রী। মাইথন ও পাঞ্চেত থেকে বিপুল পরিমাণ জল ছাড়া নিয়ে ক্ষুব্ধ মমতা বলেন, 'এ বছর ৫১ হাজার মিলিয়ন কিউবিক মিটার জল ছেড়েছে ডিভিসি। কথাও শোনে না। জল ছাড়ার আগে রাজ্যকে জানায় না। এ বার অ্যাকশন নিতে হবে। প্রয়োজনে জলাধার তৈরি করব। ওরা জল ছাড়লে আমরা বিপরীত দিকে জল ছাড়ব।'

মেদিনীপুর যাওয়ার পথে কেশপুরে দাঁড়ান মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন যে ভাবে 'কেশপুর হবে সিপিএমের শেষপুর' বলেছিলেন, এ দিনও সেই কথা স্মরণ করিয়ে মমতা বলেন, 'এ বার কেশপুর হবে বিজেপি-র শেষপুর।' আজ, বুধবার তাঁর ঝাড়গ্রাম যাওয়ার কথা রয়েছে।

মমতার স্পর্শ আরামবাগের ত্রাণ শিবিরে খাবার দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী — এই সময়

ওবিসি-জটে ক্ষুব্ধ বিচারপতি

এই সময়: ওবিসি নিয়ে হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশের পরেও জট কাটছে না। তাতে চরম বিরক্ত আদালত। রাজ্য স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজ়ামিনেশন ফর মেডিক্যাল অ্যান্ড অ্যালায়েড সায়েন্সেস-এর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সের কাউন্সেলিং আটকে ওবিসি জটেই। ফের এই অভিযোগ পেয়ে বিস্মিত বিচারপতি কৌশিক চন্দ। কারণ, গত ২১ মে এ নিয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। নির্দেশ না-মানায় হাইকোর্টে মঙ্গলবার ভর্ৎসনার মুখে পড়ে রাজ্য ও জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড। বিচারপতি বোর্ডের কাছে বিশদ তথ্যও তলব করেছেন।

গত বছর ১৪ জুলাই সংশ্লিষ্ট কোর্সে ভর্তির পরীক্ষা হয়। ১৪ নভেম্বর রেজাল্ট বেরোয়। একাধিক বার জয়েন্ট বোর্ডের দ্বারস্থ হয়েও কাউন্সেলিং না হওয়ায় হাইকোর্টে মামলা করেন পরীক্ষার্থীরা। বিচারপতি কৌশিক চন্দ গত ২১ মে-র নির্দেশে ২০০৯-এর ওবিসি তালিকা মানার রায় দেন এবং সংরক্ষণ তখনকার হিসেবে ৭ শতাংশে বেঁধে দেন। রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডকে বিচারপতি চন্দের নির্দেশ ছিল, ২০০৯-এর তালিকা ও সংরক্ষণ বিধি মেনে ৪০ দিনের মধ্যে নতুন তালিকা প্রকাশ করতে হবে। আর রাজ্য স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়কে পরবর্তী এক মাসের মধ্যে ভর্তি-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু তা হয়নি।

মঙ্গলবার শুনানিতে রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত বলেন, 'এ বিষয়ে ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ রয়েছে।' বিচারপতি চন্দ প্রশ্ন করেন, কতদিন পরীক্ষার্থীরা অপেক্ষা করবেন? এজি-র যুক্তি, 'আপিল শোনাই হয়নি ডিভিশন বেঞ্চে। আমাদের পরিস্থিতিও দেখা হোক।' বিচারপতি চন্দর বক্তব্য, আদালতের নির্দেশ কী করে অমান্য করা হচ্ছে? অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, 'কী করে ৭% সংরক্ষণ নিয়ে তালিকা প্রকাশ সম্ভব? বার বার মামলা হয়েছে।' বিচারপতি বলেন, এটা ২১ মে-র নির্দেশের ভায়োলেশন। বোর্ডের আইনজীবী অমিতাভ চৌধুরী জানান, সুপ্রিম কোর্টে বিষয়টি স্পষ্ট না হলে সমস্যা। বিচারপতি বলেন, 'আর এক মাস সময় দিতে পারি।' তবে কাল, বৃহস্পতিবারই বোর্ডের থেকে বিশদ তথ্য তলব করেছেন বিচারপতি।

ঘর কাঁহা? উত্তরের পরেই ঠাঁই শ্রীঘরে

এই সময়, বালুরঘাট: ঘর কাঁহা? এমনই প্রশ্ন ছিল মহারাষ্ট্রের ঠানে জেলার নারপলি থানার পুলিশের। দক্ষিণ দিনাজপুরের পতিরাম থেকে যাওয়া অসিত সরকার হিন্দিতে ঠিক ভাবে উত্তর দিতে পারেননি। এর পরেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে নেয় পুলিশ। তিন মাস ধরে জেলে পচছেন তিনি। উদ্বিগ্ন পরিবার থানা, পঞ্চায়েত অফিসে চক্কর খাচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের আশ্বাস, দ্রুত অসিতকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

পতিরাম থানার লক্ষ্মীপুরে বাড়ি অসিতের। দুই ছেলে অসীম ও আকাশকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ১ জানুয়ারি কাজের সন্ধানে মুম্বইয়ে যান। ভিমান্ডি সোনালি এলাকার একটি সিটি গোল্ডের কোম্পানিতে কাজ করতেন তিনি ও আকাশ। অসীম অন্য এক জায়গায় কাজে যুক্ত হন। বাবার গ্রেপ্তারির পরে গ্রামে ফিরে আকাশ বলেন, 'ঠানের নারপলি পুলিশ বাংলাদেশি সন্দেহে বাবার সঙ্গে মোট সাত জনকে আটক করে ফেব্রুয়ারির শেষে। সবাই পুলিশকে পরিচয়পত্র দেখিয়ে দেন। সাত জনের মধ্যে ছ'জন ছাড়া পেলেও গ্রেপ্তার করা হয় বাবাকে।' পরিচয়পত্র দেখানো সত্ত্বেও কেন গ্রেপ্তার করা হলো? মঙ্গলবার লক্ষ্মীপুরের বাড়িতে বসে আকাশ বলেন, 'বাবা নাকি বাড়ির ঠিকানা হিন্দিতে বলতে পারেননি। পুলিশ জিজ্ঞেস করেছিল, ঘর কাঁহা— বাড়ি কোথায়? এর উত্তরে তিনি বলেছিলেন 'বাঙ্গাল'। এর পরে পুলিশ বাংলাদেশি সন্দেহে গ্রেপ্তার করে বাবাকে। আমাকেও ধরতে এসেছিল, কোনও রকমে পালিয়ে বাড়ি ফিরেছি।' আদালতের নির্দেশে ৫৪ বছরের অসিত এখন জেল হেফাজতে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রুমানা খাতুন বলেন, 'অসিতের সরকারি নথিপত্র আছে। শুধুমাত্র হিন্দি না জানায় তাঁকে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে জেলে পাঠানো হয়েছে।' বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'প্রশাসন জানিয়েছে, ভয়ে বা অন্য কোনও কারণে অসিত নিজেকে বাংলাদেশি বলে স্বীকার করে নেন। তাই পুলিশ গ্রেপ্তার করে। স্থানীয় আইনজীবীদের সাহায্যে আমরা তাঁদের জামিন করানোর চেষ্টা করছি। আশা করি শ্রমিকরা দ্রুত মুক্তি পাবেন।'

স্বামীর ছবি নিয়ে লিপি। সঙ্গে দুই ছেলে সৌমিক ও (ডান দিকে) আকাশ

তৃণমূল প্রধানকে এনআরসি তলব

এই সময় মাথাভাঙা: ফের এনআরসি নোটিস কোচবিহারে। এ বার অসমের বিজেপি সরকার নথি নিয়ে হাজির হতে নির্দেশ দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা প্রধানকে। মাথাভাঙার হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিনমা বর্মনকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা মিনতি রায়ের বিয়ে হয়েছিল অসমে। অসম সরকারের নির্দেশে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেটের জন্য ২০১৫ সালে তিনি

মাথাভাঙা

হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। প্রধানের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে জমা করেছিলেন অসম সরকারের কাছে। এ বারে সেই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে নোটিস এসেছে। নথি নিয়ে তাঁকে অসমে যেতে বলা হয়েছে। ২০১৫ সালে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে অন্য একজন প্রধান দায়িত্বে থাকলেও এখন ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধানের দায়িত্বে আছেন তৃণমূলের বিনমা। তিনি বলেন, 'নথি নিয়ে যাওয়ার জন্য অসম সরকার নোটিস দিয়েছে।' তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব আজ, বুধবার প্রধানের বাড়িতে যাবেন। দলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'এটা সরাসরি সংবিধান এবং বাংলার সম্মানের উপরে আঘাত। আমরা চুপ থাকব না। আমাদের পরিচয় নিয়ে কোনও ছেলেখেলা চলবে না।'

আজ ঝাড়গ্রাম সফরে মমতা, ৪৮ ঘণ্টা নজরবন্দি রামলাল

বুদ্ধদেব বেরা ■ ঝাড়গ্রাম

মুখ্যমন্ত্রীর ঝাড়গ্রাম সফরের আগে চোখে চোখে রাখা হচ্ছে রামলালকে। ৪৮ ঘণ্টার জন্য তাকে নজরবন্দি করা হয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরার জন্য এক বিট অফিসার-সহ ১৫ জনের টিমকে মোতায়েন করা হয়েছে।

রামলাল হলো ঝাড়গ্রামের জনপ্রিয় সেই দাঁতাল হাতি। বেশিরভাগ সময়ে ঝাড়গ্রাম বন বিভাগের ঝাড়গ্রাম ও লোধাশুলি রেঞ্জের অন্তর্গত জিতুশোল-শালবনি-গড় শালবনি-কলাবনি চত্বরে থাকে সে। রামলাল শান্ত স্বভাবের হাতি হলেও খাবারের প্রতি তার দুর্বলতা রয়েছে। খিদে পেলেই সে সটান দাঁড়িয়ে পড়ে ঝাড়গ্রাম-লোধাশুলি পাঁচ নম্বর রাজ্য সড়কের উপরে। দীর্ঘক্ষণ রাস্তা আটকে রেখে পথচলতি পণ্যবাহী লরি থেকে বস্তা বস্তা রেশনের চাল, আটা নামিয়ে সাবাড় করে দেয় সে। রাস্তার পাশে থাকা দোকানেও শুঁড় ঢুকিয়ে খাবার খোঁজে রামলাল। হানা দেয় জিতুশোলের আটা ও চাল মিলেও।

পেট ভরলে দুলকি চালে ফের ওই রাস্তা ধরে জঙ্গলে ফিরে যায়। তার সৌজন্যে মাঝেমধ্যেই ওই রাস্তায় যানবাহন আটকে পড়ে। এই মুহূর্তে নিজের ডেরাতেই রয়েছে রামলাল। মঙ্গলবার সকাল থেকে লোধাশুলি রেঞ্জের আস্থাশুলি এলাকায় দেখা গিয়েছে রামলালকে। বিকেলে কলাবনির ক্যানালের কাছে ঝাড়গ্রাম-লোধাশুলি রাস্তা পার করে জঙ্গলে ঢুকে যায় সে। এ দিকে, আজ, বুধবার, জাতীয় সড়ক ধরে লোধাশুলি হয়ে ঝাড়গ্রামে আসার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। এই পথেই ফেরত যাওয়ার কথা তাঁর। মুখ্যমন্ত্রীর যাত্রাপথে রামলাল যাতে বাগড়া না দেয়, সে যাতে পথ আটকে না দাঁড়ায়, তার জন্য চলছে তোড়জোড়। তার পিছন ছাড়তে নারাজ বনকর্মীরা। লোধাশুলি থেকে ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত হাতি পারাপারের একাধিক করিডর রয়েছে। প্রতিটি করিডরে থাকছেন বন দপ্তরের কর্মী এবং হুলাপার্টির সদস্যরা। ১২ জন রেঞ্জ অফিসার, বিট অফিসার এবং খোদ ঝাড়গ্রামের ডিএফও উমর ইমামও থাকছেন। ডিএফও বলেন, 'রামলালের সঙ্গে ১৫ জনের একটি টিম নজরদারির জন্য মোতায়েন করা হয়েছে। হাতির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য এডিএফও, ১২ জন রেঞ্জ অফিসার-সহ ১০০ জন বনকর্মীর একটি দল এবং এলিফ্যান্ট ট্র্যাকার ও মনিটরিং টিমের ১০০ জন মিলিয়ে ২০০ জন মোতায়েন করা হয়েছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সমস্ত দিক থেকে প্রস্তুত বন দপ্তর।'

রামলালের পাশাপাশি বরিয়ার কাছে ২০টি হাতির একটি দলকেও নজরবন্দি করেছে বন দপ্তর। দলটির সঙ্গে রয়েছে বড় একটি হুলা পার্টি। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, লোধাশুলি থেকে ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত জিতুশোল, শালবনি, কলাবনি, বাঁদরভুলা এবং জামবনি মোড় হাতির করিডরে ঐরাবত সমেত বন দপ্তরের গাড়ি মোতায়েন থাকবে। পাঁচটি গাড়িতে বনকর্মীরা টহলদারি চালাবেন। সব মিলিয়ে প্রায় ১৫টি গাড়ি বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন থাকছে।

বন দপ্তর তিনটি স্তরে নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করেছে। প্রথমত, হাতির গতিবিধি মনিটারিং-এর জন্য কর্মী মোতায়েন। দ্বিতীয়ত, হাতির করিডরগুলিতে ঐরাবত গাড়ি সমেত বনকর্মীদের টহলদারি। তৃতীয়ত, পরিস্থিতি হাতের বাইরে গেলে হাতিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করার জন্য বিশেষ দল মোতায়েন।

মঙ্গলবার বিকেলে বাঁদরভুলা বিট অফিসে দলকে নিয়ে মহড়া করেন ডিএফও। মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় আসা পুলিশকর্মীরাও যাতে প্রতি মুহূর্তে হাতির অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারেন, তার জন্য বন দপ্তর ও পুলিশের মধ্যে সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলা হয়েছে। হনুমান ও সাপ উদ্ধারে ১৫ জনের একটি টিমও প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

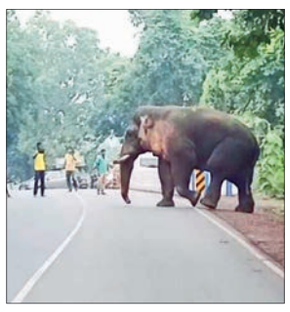

বন দপ্তরের পাহারায় রাস্তা পার রামলালের

আত্মঘাতী স্ত্রী

এই সময়, কালনা: স্ত্রীর নামে লক্ষাধিক টাকার ঋণ নিয়েছিলেন স্বামী। পরে স্ত্রীকেই তিনি জানান, সেই ঋণ শোধ করতে হবে। কষ্ট করে কিছুটা ঋণ শোধ করলেও পুরোটা সম্ভব হয়নি। অভিযোগ, সেই সময়ে স্ত্রীর হাতে বিষের প্যাকেট তুলে দিয়ে স্বামী বলেন, 'ঋণ পুরো শোধ না-করতে পারলে বিষ খেয়ে মরো।' সেই বিষ খেয়েই ওই মহিলা আত্মঘাতী হয়েছেন বলে দাবি পরিবারের। পূর্বস্থলী স্টেশন বাজার এলাকার ঘটনা।

খুলে পড়ল সেবক রংপো স্লোপিং ওয়াল

এই সময়, শিলিগুড়ি: অতিবৃষ্টির জেরে সেবক রংপো রেল প্রকল্পের স্লোপিং প্রোটেকশন ওয়াল খুলে পড়ল। মঙ্গলবার বেলা এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে রবিঝোরার কাছে। সেখানে সেবক-রংপো রেল প্রকল্পের ৭ নম্বর টানেলে প্রোটেকশন ওয়াল খুলে পড়ে। তবে ওই ঘটনায় বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনস্ট্রাকশন লিমিটেডের (ইরকন) প্রজেক্ট ম্যানেজার মহেন্দ্র সিং বলেন, 'টানেল থেকে দূরে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে ধস ঠেকাতে সিমেন্টের স্লোপিং প্রোটেকশন ওয়াল তৈরি করা হয়। সেটাই খুলে পড়েছে। ইরকনের পক্ষ থেকে নতুন করে সেটি নির্মাণ করা হবে।' বর্ষায় টানেলের কাজ করতে গিয়ে গত কয়েক বছর ধরেই নানা সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে ইরকনকে। কখনও টানেল ভেঙে মৃত্যু, কখনও বা হড়পা বানে প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। তার মধ্যেও টানেলের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন সেতু নির্মাণ এবং টানেলে লাইন পাতার কাজ চলছে। তারই মধ্যে অগস্টে টানা বৃষ্টির জেরে এই ঘটনা। বৃষ্টির জেরে ধস নামায় ১০ নম্বর জাতীয় সড়কেই যান চলাচল বন্ধ হয়ে রয়েছে। তার জেরেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ইরকনকে। রেল প্রকল্পের যন্ত্রপাতি এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। ২০২৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার পরিকল্পনা নিয়েছে ইরকন। ইরকনের প্রজেক্টর ডিরেক্টর বলেন, 'স্লোপিং প্রোটেকশন ওয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় মূল রেল প্রকল্পের কোনও ক্ষতি হয়নি। প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেনি। তবে লাগাতার বৃষ্টির জেরে প্রকল্পের কাজে নানা সমস্যা হচ্ছে।'

নাবালকের রহস্যমৃত্যু

এই সময়, নওদা: ছেলের আবদার ছিল সে দুপুরে মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাবে। কিন্তু অভাবের সংসারে মা মাছ কিনতে পারেননি। আলুর তরকারি রান্না করে ভাত বেড়ে খেতে দেন মা। রান্না পছন্দ না হওয়ায় মা-ছেলের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। মাকে মোবাইল ছুড়ে মারলে তিনি রাগ করে বেলডাঙায় বাপেরবাড়ি চলে আসেন। এর পরেই ওই কিশোর অভিমানে গলায় গামছার ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে বলে দাবি করেছেন এক প্রতিবেশী। সোমবার বিকেলে মুর্শিদাবাদের নওদা থানা এলাকার ঘটনা। মৃত কিশোর পিতৃহারা। খাওয়া নিয়ে মায়ের সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া হতো। পড়শি সুকুমার দাস জানান, কিশোর মৃত্যুর আগে গলায় গামছা দেওয়া একটি ছবি নিজের ফেসবুকে প্রোফাইলে স্টেটাস দিয়ে সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। সুকুমার বলেন, 'দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান।' অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

EIH Limited
A MEMBER OF THE OBEROI GROUP
CIN: L55101WB1949PLC017981
রেজিস্টার্ড অফিস: এন-৮০৬-এ, নবম তল, ডায়মন্ড হেরিটেজ বিল্ডিং, ১৬, স্ট্র্যান্ড রোড ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১, ভারত
ফোন: ৯১-৩৩-২২৪৮৬৭৫১, ফ্যাক্স: ৯১-৩৩-২২৪৮৬৭৮৫, ওয়েবসাইট: www.eihltd.com, ই-মেল আইডি: isdho@oberoigroup.com

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির নির্যাস

(মূল্য কোটিতে)

	স্ট্যান্ডঅ্যালোন			কনসলিডেটেড		
	৩০.০৬.২০২৫ তারিখে ৩ মাস শেষে অনীরিক্ষিত	৩১.০৩.২০২৫ তারিখে বছর শেষে নীরিক্ষিত	৩০.০৬.২০২৪ তারিখে ৩ মাস শেষে অনীরিক্ষিত	৩০.০৬.২০২৫ তারিখে ৩ মাস শেষে অনীরিক্ষিত	৩১.০৩.২০২৫ তারিখে বছর শেষে নীরিক্ষিত	৩০.০৬.২০২৪ তারিখে ৩ মাস শেষে অনীরিক্ষিত
১ কারবার থেকে মোট আয়	৫৭১.১২	২,৫৩৫.২৯	৪৯৭.৮২	৬০৯.০৬	২,৮৭৯.৫১	৫৫৯.৯১
২ করের আগে নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যাতিক্রমী এবং/বা অস্বাভাবিক বিষয়ের আগে)	১৫৯.৪৪	৮৬৫.৫৯	১১৬.৫৪	১৬৪.৬৭	১,০৫৬.৩৪	১৩৫.৬৬
৩ করের আগে নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যাতিক্রমী এবং/বা অস্বাভাবিক বিষয়ের পরে)	৪৯.১২	৯৬২.৪৯	১১৪.৩৯	৫৪.১৮	১,০২৭.৯৮	১৩৩.৫১
৪ করের পরে নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যাতিক্রমী এবং/বা অস্বাভাবিক বিষয়ের পরে)	৩৬.৩৬	৭৫১.২৮	৮৫.৩৫	৩৬.৮৮	৭৬৯.৯০	৯৬.৭৫
৫ মেয়াদের জন্য মোট সামগ্রিক আয় [মেয়াদের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (করের পর) এবং অন্যান্য সামগ্রিক আয় (করের পর) সম্বলিত]	৩৬.৫০	৭৫১.৬৬	৮৪.৯৬	৫২.৩৫	৭৭৮.৭২	৯৪.০৪
৬ প্রদেয় ইকুইটি শেয়ার মূলধন (২ টাকা করে ফেস ভ্যালু)	১২৫.০৭	১২৫.০৭	১২৫.০৭	১২৫.০৭	১২৫.০৭	১২৫.০৭
৭ ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখের নীরিক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো অন্যান্য ইক্যুইটি (রিভ্যালুয়েশন সংরক্ষণ ব্যতীত)		৪,১২০.১২			৪,৪৮৭.৭৭	
৮ করের পর নিট লাভের উপর প্রতি ইক্যুইটি শেয়ারে আয় (প্রতি ২ টাকার সম্পূর্ণ প্রদেয় ইক্যুইটি শেয়ার):						
ক) মৌলিক	০.৫৮	১২.০১	১.৩৬	০.৫৪	১১.৮২	১.৪৭
খ) মিশ্রিত	০.৫৮	১২.০১	১.৩৬	০.৫৪	১১.৮২	১.৪৭

বি.দ্র.

১। উপরে উল্লিখিত তথ্যগুলি বিশদ ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের নির্যাস যা স্টক এক্সচেঞ্জের সাথে ফাইলভুক্ত করা হয়েছে সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ার্মেন্টস) রেগুলেশন্স, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ তালিকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং www.nseindia.com-এ এবং সংস্থার ওয়েবসাইট www.eihltd.com-এ উপলব্ধ। এছাড়াও এটি সঙ্গে দেওয়া কিউআর কোডটি স্ক্যান করেও পাওয়া যাবে।

২। উক্ত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি অডিট কমিটির দ্বারা পুনঃমূল্যায়ন করা হয়েছে এবং ৫ অগস্ট ২০২৫ তারিখে হওয়া মিটিংয়ে কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরগণ তা অনুমোদিত করেছেন।

বিক্রমজিৎ সিং ওবেরয়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং চিফ একজিকিউটিভ অফিসার
(ডিন : ০০০৫২০১৪)

দিল্লি
৫ অগস্ট, ২০২৫

New CEO Balaji expected to steady JLR amid global turmoil

With Balaji as CFO, Tata Motors saw a turnaround in its fortunes, becoming net cash positive

TRUSTED LIEUTENANT

Japanese firm Proterial looks to India for making magnets

Ather Energy Ltd has also expressed willingness to use light rare-earth magnets in its vehicles

SMAS asks NCLAT to stop Gensol EV lease

Gensol's insolvency was admitted on 13 June by the NCLT in Ahmedabad, following a petition by Ireda

'Old consumer segmentation is dead'

EIH Limited

A MEMBER OF THE OBEROI GROUP

EXTRACT OF STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2025

(Rs. in Crores)

		Standalone			Consolidated		
		3 months ended 30.06.2025 Unaudited	Year ended 31.03.2025 Audited	3 months ended 30.06.2024 Unaudited	3 months ended 30.06.2025 Unaudited	Year ended 31.03.2025 Audited	3 months ended 30.06.2024 Unaudited
1	Total Income from operations	671.12	2,530.28	497.82	699.06	2,879.61	558.91
2	Net Profit/(Loss) before tax (before Exceptional and/or Extraordinary items)	159.44	983.59	116.54	164.67	1,056.34	135.86
3	Net Profit/(Loss) before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	46.12	962.48	114.39	54.18	1,027.98	133.51
4	Net Profit/(Loss) after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	36.36	751.28	85.35	36.88	769.90	96.75
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	36.50	751.86	84.96	32.35	778.72	94.04
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value - Rs. 2 each)	125.07	125.07	125.07	125.07	125.07	125.07
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve) in the audited Balance Sheet as at 31 March 2025		4,120.12			4,467.77	
8	Earnings per Equity Share on net profit after tax (fully paid up equity share of Rs. 2 each):						
	(a) Basic	0.58	12.01	1.36	0.54	11.82	1.47
	(b) Diluted	0.58	12.01	1.36	0.54	11.82	1.47

NOTES:

1. The above is an extract of the detailed format of the Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Statement of Financial Results is available on the Stock Exchange websites, www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company's website, www.eihltd.com. The same can be accessed by scanning the QR code provided alongside.
2. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at the meetings held on 5th August 2025.

Delhi
5th August 2025

VIKRAMJIT SINGH OBEROI
Managing Director and Chief Executive Officer
(DIN: 00052014)